৯৫ ‘ভুয়া’ বিসিএস ক্যাডার, পিএসসির সুপারিশ ছাড়াই নিয়োগের অভিযোগ



ছবি: সংগৃহীত

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ ছাড়া অন্তত ৯৫ জন বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগ পেয়েছেন—এমন তথ্য উঠে এসেছে অনুসন্ধানে। অভিযোগ, জাল সনদ ও কোটা অপব্যবহার করে তারা বছরের পর বছর প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঘটনাগুলো মূলত ২৯, ৩০ ও ৩১তম বিসিএসকে ঘিরে।

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ইতোমধ্যে ৯৫ জনকে চিহ্নিত করেছে এবং ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। আরও শতাধিক নিয়োগ নিয়ে অনুসন্ধান চলছে। তদন্তে দেখা যায়, ২০১২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারির একটি এসআরও জারির পর মেডিকেলে অনুপস্থিত প্রার্থীর স্থানে মুক্তিযোদ্ধা কোটার আওতায় নিয়োগের সুযোগ তৈরি হয়। অভিযোগ, এই বিধানকে ব্যবহার করে কোটা না চাওয়া ও সনদ না থাকা প্রার্থীদেরও জাল সনদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

অনুসন্ধান বলছে, এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে পিএসসির সুপারিশ ছাড়া নন-ক্যাডার প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া হয়। ২৯তম বিসিএসে ২৯ জন, ৩০তম বিসিএসে ৩১ জন এবং ৩১তম বিসিএসে ৩৫ জন—মোট ৯৫ জন এভাবে চাকরি পান বলে অভিযোগ। প্রশাসন ও পুলিশ ক্যাডারেই সংখ্যা বেশি।

LENS ASIA

২৯তম বিসিএসে চূড়ান্ত নিয়োগ শেষ হওয়ার অনেক পরে আরও কয়েকজনকে যুক্ত করা হয়। একই ধারা দেখা যায় ৩০ ও ৩১তম বিসিএসেও। দুদকের মামলায় উঠে এসেছে, ফল প্রকাশের মাস কয়েক পর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় ছয়জনকে অবৈধভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট কিছু সাবেক কর্মকর্তা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও মামলা হয়েছে।

অভিযুক্তদের কয়েকজন অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাদের বক্তব্য, নিয়োগ মেধার ভিত্তিতেই হয়েছে। তবে দুদক বলছে, কোটা আবেদন না করেও অনেকে কোটায় নিয়োগ পেয়েছেন এবং জাল সনদের প্রমাণ মিলেছে।

তদন্ত সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিষয়টি এখনো বিস্তৃতভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুদক কমিশনার জানিয়েছেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞ ও টিআইবি বলছে, যোগ্যতা ও বিধি না মেনে নিয়োগ রাষ্ট্রীয় নৈতিকতার গুরুতর অবক্ষয়। তাদের মতে, নিয়োগ কর্তৃপক্ষ ও সুবিধাভোগী—উভয় পক্ষকেই জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

পিএসসির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুদকের আনুষ্ঠানিক তথ্য পেলে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।